



98334 - যবে ব্যক্তি বলনে আরাফার দিনি রযোয়া রাখা সুন্নত নয় তার অভিমিতরে প্রত্যুত্তর

প্রশ্ন

আমাদরে এক শাইখ বলনে: আরাফার দিনি রযোয়া রাখা সুন্নত নয়; এ দিনি রযোয়া রাখা নাজায়যে। আশা করি, আপনারা এ প্রশ্নটির জবাব দবিনে। কনেনা সবে শাইখ এমন কিছু প্রচারপত্র বলি করছনে যার মাধ্যমে তিনি আরাফার দিনি রযোয়া রাখতে নিষিধে করছনে। আশা করব, আপনারা জবাব দবিনে।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

যারা হাজী নন তাদরে জন্য এই দিনি রযোয়া রাখা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আবু কাতাদা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফার দিনি রযোয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হলে তিনি বলনে: “বগিত ও আগত বছরে পাপ মোছন করো”[সহি মুসলিমি (১১৬২), সহি মুসলিমি অন্য় এক বর্ণনায় আছে: আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করছি যে, আগরে বছরে ও পরে বছরে গুনাহ মোছন করবে]

ইমাম নববী ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে (৬/৪২৮) বলনে -যটে শাফয়ী মাযহাবরে কতিব:- “এ মাসয়ালার হুকুম হচ্ছ- ইমাম শাফয়ী ও ছাত্ররা বলনে: যারা আরাফায় নহে তাদরে জন্য আরাফার দিনি রযোয়া রাখা মুস্তাহাব”।

পক্ষান্তরে, হজ্জপালনকারী যিনি আরাফার ময়দানে হাজরি তার ব্যাপারে মুখতাসার গ্রন্থে রয়েছে ইমাম শাফয়ী ও মাযহাবরে অন্য় আলমেগণ বলনে: উম্মে ফযল এর হাদসি রে ভিত্তিতে তার জন্য সদিনি রযোয়া না-রাখা মুস্তাহাব। আমাদরে অন্য় একদল আলমে বলনে: হজ্জপালনকারীর জন্য এই দিনি রযোয়া রাখা মাকরুহ। যারা এ অভিমিত স্পষ্টভাবে ব্যক্তি করছনে তারা হচ্ছ- দারমৌ, বন্দানজি, মুহামলি ‘আল-মাজমু’ গ্রন্থে, গ্রন্থকার ‘তানবীহ’ নামক গ্রন্থে এবং অন্য়ান্য আলমেগণ”[সমাপ্ত]

ইবনে কুদামা (রহঃ) ‘আল-মুগনী’ গ্রন্থে (৪/৪৪৩) বলনে যটে হাম্বলি মাযহাবরে গ্রন্থ: “এটি একটি মহান ও মর্যাদাপূর্ণ দিনি। পবিত্র ঈদরে দিনি। এর মর্যাদা মহান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণতি হয়েছে যে, এ দিনি রযোয়া দুই বছরে গুনাহ মোছন করো”[সমাপ্ত]

ইবনে মুফলহি (রহঃ) ‘আল-ফুরু’ নামক গ্রন্থে (৩/১০৮) বলনে:

“এটি একটি মহান ও সম্মানতি দিনি। পবিত্র ঈদরে দিনি। এর মর্যাদা অনকে বড়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম



থেকে সহহি হাদসি এসছে- এ দিনে রোযা এক বছরে গুনাহ মোছন করে।”[সমাপ্ত]

ইবনে মুফলহি (রহঃ) ‘আল-ফুরু’ গ্রন্থে (৩/১০৮) বলেন- এটি হাম্বলি মাযহাবের কতিব-: যলিহজ্জের দশদিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। ৯ তারখিরে রোযাটি সবচেয়ে বেশি তাগদিপূর্ণ। এ দিনটি হচ্ছে- আরাফার দিন। ইজমার মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত।[সমাপ্ত]

হানাফি মাযহাবের কতিব ‘বাদায়উস সানায়ি’ গ্রন্থে (২/৭৬) গ্রন্থকার ‘কাসানি’ বলেন:

“যারা হাজী নন তাদের জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। এ দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব হওয়ার পক্ষে অনেকে হাদসি বর্ণিত হওয়ার কারণে। কারণ অন্যদিনগুলোর উপর এদিনে বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। হাজীর জন্যও এদিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব; যদি রোযা রাখার কারণে হাজী দুর্বল হয়ে আরাফায় অবস্থান ও দোয়া করা থেকে বাধাগ্রস্ত না হয়। যহেতে রোযা রাখার মাধ্যমে এ দুটো নকেকাজ একত্রে আদায় করা যায়। আর যদি রোযা রাখতে গিয়ে হাজী দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে রোযা রাখা মাকরুহ। কারণ এদিনে রোযা রাখার ফযলিত অন্য বছর অর্জন করা সম্ভব; স্বভাবতঃ সম্ভব হয়। কিন্তু, আরাফায় অবস্থান ও দোয়া করার ফযলিত সাধারণতঃ সাধারণ মুসলমানের ক্ষেত্রে জীবনে একবারে বেশি অর্জন করা সম্ভব হয় না। তাই সে ফযলিতটি অর্জনে সচেষ্ট হওয়া উত্তম।”

মালকৌ মাযহাবের আলমে খরিশী কর্তৃক রচিত ‘শারহু মুখতাসার খললি’ রয়েছে:

“হজ্জ না করলে আরাফার দিনে রোযা রাখা এবং যলিহজ্জের দশদিন রোযা রাখা” ব্যাখ্যা: গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে- যিনি হাজী নন তার জন্য আরাফার দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। আর হাজীর জন্য রোযা না-রাখা মুস্তাহাব; যাত করে দোয়া করার জন্য শক্তি থাকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জের সময় রোযা রাখেননি।”[সমাপ্ত]

‘হাশিয়াতুদ দুসুকী’ গ্রন্থে এসছে-

অতঃপর তাঁর কথা: ‘এবং আরাফার দিনে রোযা রাখা মুস্তাহাব...’ এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- আরাফার দিনে রোযা রাখা জোরালো- মুস্তাহাব; নচেৎ রোযা রাখাটাই একটি মুস্তাহাব আমল।”

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল: আরাফার দিন হজ্জপালনকারী নন ও হজ্জপালনকারীর জন্য রোযা রাখার হুকুম কি?

উত্তরে তিনি বলেন: যিনি হজ্জপালন করছেন না তার জন্যে আরাফার দিন রোযা রাখা সুননতে মুয়াক্কাদা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরাফার দিন রোযা রাখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হলে তিনি বলেন: “আমি আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করছি যে, বগিত বছর ও পরবর্তী বছরে গুনাহ মার্জনা করবে।” অন্য এক রোযায়তে আছে “গত বছর ও



পররে বছররে গুনাহ মার্জনা করবো।”

পক্ষান্তরে, হাজীদরে জন্য আরাফার দনি রযো রাখা সুন্নত নয়। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদায়ী হজ্জকালে আরাফার দনি রযো রাখেননি। সহহি বুখারীতে মায়মুনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার দনি রযো রেখেছেন; নাকি রাখেননি এ ব্যাপারে কিছু মানুষ সন্দেহে ছিল। তখন আমি তাঁর জন্য এক পয়লা দুধ পাঠলাম; তখন তিনি আরাফার ময়দানে অবস্থান করছিলেন। তিনি দুধ পান করলেন; লোকেরো তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিল।”[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন, খণ্ড ২০, প্রশ্ন ৪০৪]

তাই হজ্জপালনকারীর জন্য আরাফার দনি রযো রাখা মাকরুহ; মুস্তাহাব নয়। অতএব, উল্লেখিত বক্তা যদি হজ্জপালনকারীকে উদ্দেশ্য করে থাকেন তাহলে তাঁর কথা ঠিকি। আর যদি তাঁর উদ্দেশ্য হয় যে, যারা হজ্জ পালন করছে না তাহলে জন্য আরাফার দনি রযো রাখা শরয়িতসম্মত নয়; তাহলে এটি সুস্পষ্ট ভুল এবং ইতপূর্বরে আলোচনায় সহহি সুন্নাতেরে সাব্যস্ত বিষয়েরে বরখলোফ।

আল্লাহই ভাল জানেন।